পঞ্চম অধ্যায়

নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন

এই অধ্যায়ে মহা আড়ম্বরে নন্দ মহারাজের নবজাত শিশুর জন্মোৎসব বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি কংসকে কর দান করার জন্য মথুরায় যান এবং সেখানে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনে সর্বত্র মহা আন্দোৎসব হয়। সকলেই আনন্দে মগ্ন হয়। তাই ব্রজরাজ নন্দ তাঁর শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবে নন্দ মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকলের বাসনা অনুসারে দান করেন। এই উৎসবের পর নন্দ মহারাজ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে, কংসকে বার্ষিক কর প্রদান করার জন্য মথুরায় গমন করেন। মথুরায় বসুদেবের সঙ্গে নন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। নন্দ মহারাজ এবং বসুদেব ছিলেন ভ্রাতা। বসুদেব নন্দ মহারাজের সৌভাগ্যের প্রশংসা করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে তাঁর পিতারূপে গ্রহণ করেছেন। বসুদেব যখন নন্দ মহারাজকে তাঁর পুত্রের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেন, তখন নন্দ মহারাজ তাঁকে বৃন্দাবনের সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন। বসুদেব তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যদিও কংস কর্তৃক বহু সন্তান নিহত হওয়ায় তাঁর হৃদয় শোকার্ত ছিল। নন্দ মহারাজ বসুদেবকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেন যে, অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ এবং যিনি তা জানেন তিনি কাতর হন না। তারপর গোকুলে নানা উৎপাতের সম্ভাবনা জানিয়ে, বসুদেব নন্দ মহারাজকে আর অধিক বিলম্ব না করে শীঘ্রই ব্রজে যাওয়ার কথা বলেন। নন্দ মহারাজও বসুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোপগণ সহ শকটে করে গোকুলে যাত্রা করেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥ ১ ॥

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাত্মজস্য বৈ ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মজে**—তাঁর পুত্র; **উৎপন্নে**—জন্ম হলে; **জাত**—মগ্ন হয়েছিলেন; **আহ্লাদঃ**—মহা আনন্দে; **মহা-মনাঃ**—উদারচিত্ত; **আহূয়**—নিমন্ত্রণ করেছিলেন; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **বেদ-জ্ঞান্**—বেদজ্ঞ; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **অলঙ্কৃতঃ**—সুন্দর অলঙ্কার এবং নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **বাচয়িত্বা**—পাঠ করিয়ে; **স্বস্তি-অয়নম্**—(ব্রাহ্মণদের দ্বারা) বৈদিক মন্ত্র; **জাত-কর্ম**—জন্মোৎসব; **আত্মজস্য**—তাঁর পুত্রের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কারয়াম্ আস**—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **বিধিবৎ**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **পিতৃদেব-অর্চনম্**—পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—নন্দ মহারাজ ছিলেন স্বভাবতই উদারচিত্ত, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁকে স্নান করিয়ে এবং স্বয়ং পবিত্র হয়ে তিনি বস্ত্র এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েছিলেন, এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে তিনি যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন, এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের পূজার আয়োজনও করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *নন্দস্তু* শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তু শব্দটি বাক্যটি পূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়নি, কারণ তু শব্দটি ব্যতীতই বাক্যটি পূর্ণ। অতএব অন্য উদ্দেশ্যে তু শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যদিও কৃষ্ণ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও দেবকী এবং বসুদেব তাঁর জাতকর্ম উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, সেই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন নন্দ মহারাজ, যে সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে *(নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ)*। যখন বসুদেবের সঙ্গে নন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ হয়, তখন বসুদেব তাঁর কাছে ব্যক্ত করতে পারেননি, "তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে আমার পুত্র। তুমি অন্যভাবে তার পিতা—আধ্যাত্মিকভাবে।"

কংসের ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করতে পারেননি। নন্দ মহারাজ কিন্তু সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

যখন নবজাত শিশুর নাড়িচ্ছেদ করা হয়, তখন জাতকর্ম অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু বসুদেব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, অতএব সেই সুযোগ কোথায় ছিল? এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বহু শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে যোগমায়ার জন্মের পূর্বে যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই যোগমায়াকে ভগবানের কনিষ্ঠা ভগ্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নাড়ি কাটার সম্বন্ধে যদিও সন্দেহ থাকতে পারে, এবং ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়ত তা নাও হয়ে থাকতে পারে, তবুও এই ঘটনাগুলি বাস্তব বলে স্বীকার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে বরাহদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাই ব্রহ্মাকে বরাহদেবের পিতা বলে বর্ণনা করা হয়। *কারয়ামাস বিধিবৎ* পদটিও তাৎপর্যপূর্ণ। পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দে বিহ্বল হয়ে নন্দ মহারাজ দেখতে পাননি পুত্রের নাড়ি ছেদন করা হয়েছিল কি না। এইভাবে তিনি মহা আড়ম্বরে সেই উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন। কোনও কোনও মহাজনদের মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে যাই হোক, জড় বিচারের অপেক্ষা না করে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, নন্দ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন যথাযথ ছিল। এই অনুষ্ঠানটি তাই সর্বত্র নন্দোৎসব নামে অভিহিত হয়।

শ্লোক ৩

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে ।
তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥ ৩ ॥

ধেনূনাম্—দুগ্ধবতী গাভীর; **নিযুতে**—কুড়ি লক্ষ; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **সমলঙ্কৃতে**—অলঙ্কৃত; **তিল-অদ্রীন্**—তিলের পর্বত; **সপ্ত**—সাত; **রত্ন-ওঘ-শাত-কৌম্ভ-অম্বর-আবৃতান্**—রত্ন এবং সোনার জরির কাজ করা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণদের বস্ত্র এবং অলঙ্কারে বিভূষিত কুড়ি লক্ষ ধেনু এবং রত্নসমূহ ও সোনার জরির কাজ করা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত সাতটি তিলের পর্বত প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া ।
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া ॥ ৪ ॥

কালেন—কালের দ্বারা (ভূমি এবং অন্যান্য জড় বস্তু শুদ্ধ হয়); **স্নান-শৌচাভ্যাম্**—স্নানের দ্বারা (দেহ শুদ্ধ হয়) এবং শৌচের দ্বারা (অপবিত্র বস্তু শুদ্ধ হয়); **সংস্কারৈঃ**—সংস্কারের দ্বারা (জন্ম শুদ্ধ হয়); **তপসা**—তপস্যার দ্বারা (ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়); **ইজ্যয়া**—পূজার দ্বারা (ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ হন); **শুধ্যন্তি**—শুদ্ধ হয়; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা (ধন শুদ্ধ হয়); **সন্তুষ্ট্যা**—সন্তোষের দ্বারা (মন শুদ্ধ হয়); **দ্রব্যাণি**—গাভী, ভূমি, স্বর্ণ আদি সমস্ত জড় সম্পদ; **আত্মা**—আত্মা (শুদ্ধ হয়); **আত্ম-বিদ্যয়া**—আত্মজ্ঞানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য শুদ্ধ হয়; স্নানের দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়; শৌচের দ্বারা অপবিত্র বস্তু শুদ্ধ হয়; সংস্কারের দ্বারা জন্ম শুদ্ধ হয়; তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়, পূজার দ্বারা ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হন; দানের দ্বারা জড় সম্পত্তি শুদ্ধ হয়; সন্তোষের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়; এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা বা কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে কিভাবে সব কিছু শুদ্ধ হয়, এখানে তার শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধিকরণ না হলে, যা কিছু আমরা ব্যবহার করি তাই আমাদের কলুষিত করবে। ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বছর আগে নন্দগ্রামের মতো গ্রামেও মানুষেরা জানতেন কিভাবে সমস্ত বস্তু শুদ্ধ করতে হয়, এবং এইভাবে তাঁরা জড়-জাগতিক জীবনও নিষ্কলুষভাবে উপভোগ করতেন।

শ্লোক ৫

সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥ ৫ ॥

সৌমঙ্গল্য-গিরঃ—যাঁদের মন্ত্র এবং স্তোত্র উচ্চারণের দ্বারা বাতাবরণ পবিত্র হয়; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **সূত**—পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কথক; **মাগধ**—বিশেষ রাজবংশের

ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী; **বন্দিনঃ**—উপস্থিত বিষয় বর্ণনাকারী; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **চ**—ও; **জগুঃ**—কীর্তন করেছিলেন; **নেদুঃ**—নিনাদিত হয়েছিল; **ভের্যঃ**—ভেরি; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বাতাবরণ পবিত্রকারী মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন। সূত (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কথক), মাগধ (রাজবংশের ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী), বন্দী (উপস্থিত বিষয় বর্ণনাকারী) এবং গায়কেরা স্তব আদি কীর্তন করেছিলেন। তখন ভেরি এবং দুন্দুভিও নিনাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ব্রজঃ সম্মৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥ ৬ ॥

ব্রজঃ—নন্দ মহারাজের অধিকৃত স্থান; **সম্মৃষ্ট**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে মার্জিত হয়েছিল; **সংসিক্ত**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধৌত হয়েছিল; **দ্বার**—দ্বার; **অজির**—অঙ্গন; **গৃহ-অন্তরঃ**—গৃহের মধ্যভাগ; **চিত্র**—বিচিত্র; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **পতাকা**—পতাকা; **স্রক্**—ফুলমালা; **চৈল**—বস্ত্রখণ্ড; **পল্লব**—আম্রপল্লব; **তোরণৈঃ**—বিভিন্ন স্থানে তোরণের দ্বারা (অলঙ্কৃত)।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের বাসস্থান ব্রজপুর বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা, ফুলের মালার দ্বারা নির্মিত তোরণ, বস্ত্রখণ্ড এবং আম্রপল্লবের দ্বারা সুসজ্জিত হয়েছিল। গৃহের অঙ্গন, দ্বার ও মধ্যভাগ সুন্দরভাবে মার্জিত হয়েছিল এবং ধৌত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

গাবো বৃষা বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥ ৭ ॥

গাবঃ—গাভী; **বৃষাঃ**—বৃষ; **বৎসতরাঃ**—গোবৎসগণ; **হরিদ্রা**—হরিদ্রা; **তৈল**—তেল; **রুষিতাঃ**—তাদের সারা দেহ লিপ্ত হয়েছিল; **বিচিত্র**—বিচিত্রভাবে সজ্জিত; **ধাতু**—রঙিন ধাতু; **বর্হ-স্রক্**—ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত মালা; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ অলঙ্কার; **মালিনঃ**—মালার দ্বারা সজ্জিত।

অনুবাদ

গাভী, বৃষ এবং গোবৎসদের সমস্ত শরীর হলুদ, তেল এবং নানা রঙের খনিজের মিশ্রণে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের মস্তক ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা বিভূষিত হয়েছিল, এবং ফুলমালা, বস্ত্র ও স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা তাদের বিভূষিত করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৪) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্*—"কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্যদের বৃত্তি।" নন্দ মহারাজ ছিলেন বৈশ্য। বৈশ্যেরা যে কিভাবে গাভীদের রক্ষা করতেন এবং তাঁরা যে কত ধনী ছিলেন তা এই শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। গাভী, বৃষ এবং গোবৎসদের যে কত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় এবং বস্ত্র ও মূল্যবান স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা যে বিভূষিত করা যায়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা কত সুখে ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে গাভীরা এত সুখী ছিল যে, তাদের স্তনক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত। এটিই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই আজ মানুষ বৈদিক জীবন পরিত্যাগ করার ফলে এবং *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে।

শ্লোক ৮

মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ ।
গোপাঃ সমাযযূ রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৮ ॥

মহা-অর্হ—অত্যন্ত মূল্যবান; **বস্ত্র-আভরণ**—বস্ত্র এবং অলঙ্কারের দ্বারা; **কঞ্চুক**—বৃন্দাবনে ব্যবহৃত বিশেষ এক প্রকার বস্ত্র; **উষ্ণীষ**—উষ্ণীষের দ্বারা; **ভূষিতাঃ**—

সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **সমাযযুঃ**—সেখানে এসেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নানা**—বিবিধ; **উপায়ন**—উপহার; **পাণয়ঃ**—হাতে নিয়ে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপগণ বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক এবং উষ্ণীষে শোভিত হয়ে, নানা প্রকার উপহার হাতে নিয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন পুরাকালের গ্রামের কৃষকদের অবস্থা বিবেচনা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, কেবল কৃষিকার্য এবং গোরক্ষা করে তাঁরা কত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বর্তমানে কিন্তু কৃষিকার্য অবহেলা করার ফলে এবং গোরক্ষা পরিত্যাগ করার ফলে, কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে এবং তাদের জীর্ণ বসন দেখলে বোঝা যায় তারা কত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এটিই প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ এবং বর্তমান ভারতবর্ষের পার্থক্য। উগ্র কর্মের ফলে মানব-সভ্যতার সৌভাগ্য হত্যা করা হচ্ছে!

শ্লোক ৯

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্ ।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **চ**—ও; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মুদিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন; **যশোদায়াঃ**—মা যশোদার; **সুত-উদ্ভবম্**—পুত্রের জন্ম হয়েছে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **ভূষয়াম্ চক্রুঃ**—সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে; **বস্ত্র-আকল্প-অঞ্জন-আদিভিঃ**—উপযুক্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, কাজল ইত্যাদির দ্বারা।

অনুবাদ

মা যশোদার একটি পুত্র হয়েছে শুনে গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা বস্ত্র, অলঙ্কার, কাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের সাজাতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১০

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ১০ ॥

নব-কুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক—নব বিকশিত কুঙ্কুমের কেশরের দ্বারা; **মুখ-পঙ্কজ-ভূতয়ঃ**—তাঁদের কমলসদৃশ মুখমণ্ডলের অসাধারণ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে; **বলিভিঃ**—উপহারসমূহ হাতে নিয়ে; **ত্বরিতম্**—অতি দ্রুত গতিতে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন (মা যশোদার গৃহে); **পৃথু-শ্রোণ্যঃ**—রমণীর সৌন্দর্য বিকাশকারী বিশাল নিতম্ব; **চলৎ-কুচাঃ**—তাঁদের কুচযুগল তখন সঞ্চালিত হয়েছিল।

অনুবাদ

নব বিকশিত কুঙ্কুমের কেশরে মুখপদ্ম সুশোভিত করে, গোপস্ত্রীগণ উপহার হাতে নিয়ে মা যশোদার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেছিলেন। তাঁদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবশত তাঁদের নিতম্ব ছিল বিশাল ও স্তনযুগল সুডৌল, এবং দ্রুত গতিতে গমন করার ফলে তা সঞ্চালিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

গ্রামের গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে, এবং তার ফলে তাদের স্ত্রীসুলভ সৌন্দর্য বিশাল নিতম্ব এবং সুডৌল স্তনযুগলের মাধ্যমে বিকশিত হয়। আধুনিক যুগের স্ত্রীলোকেরা যেহেতু স্বাভাবিক জীবন যাপন করে না, তাই তাদের নিতম্ব এবং স্তন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় না। কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে রমণীরা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, যদিও তারা এই জড় সভ্যতায় স্বাধীনতা এবং উন্নতির দাবি করে। গ্রাম্য রমণীদের এই বর্ণনাটি প্রাকৃতিক জীবন এবং গর্হিত সমাজের কৃত্রিম জীবনের পার্থক্যের একটি অতি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত—বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যেখানে নগ্ন সৌন্দর্য ক্লাবে এবং দোকানে সার্বজনীন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনায়াসে কেনা যায়। *বলিভিঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা স্বর্ণমুদ্রা, রত্নখচিত কণ্ঠহার, বহুমূল্য বস্ত্র, দূর্বা, চন্দন, ফুলমালা আদি নৈবেদ্য সোনার থালায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই নৈবেদ্যগুলিকে বলা হয় বলি। *ত্বরিতং জগ্মুঃ* পদটি ইঙ্গিত করে মা যশোদা কৃষ্ণ নামক এক অপূর্ব বালককে জন্ম দিয়েছিলেন বলে সেই গোপরমণীরা কত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্য-
শ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজু-
র্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **সু-মৃষ্ট**—অতি উজ্জ্বল; **মণি**—মণিময়; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **নিষ্ক-কণ্ঠ্যঃ**—কণ্ঠদেশে দোদুল্যমান পদক; **চিত্র-অম্বরাঃ**—রঙিন সুতোর কাজ করা বস্ত্র; **পথি**—যশোদা মায়ের গৃহে যাওয়ার পথে; **শিখা-চ্যুত**—তাঁদের কেশ থেকে পতিত; **মাল্য-বর্ষাঃ**—ফুলের মালার বর্ষণ; **নন্দ-আলয়ম্**—নন্দ মহারাজের গৃহে; **স-বলয়াঃ**—হাতের বলয়; **ব্রজতীঃ**—যাওয়ার সময়; **বিরেজুঃ**—তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল; **ব্যালোল**—আন্দোলিত; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **পয়োধর**—স্তন; **হার**—ফুলের মালা; **শোভাঃ**—অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অনুবাদ

গোপীদের কর্ণে অত্যন্ত উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশে পদকসমূহ এবং হস্তযুগলে বলয় শোভা পাচ্ছিল। তাঁরা বিচিত্র বসন পরিধান করেছিলেন এবং তাঁদের কেশাগ্র থেকে পথে ফুল ঝরে পড়ছিল। এইভাবে গোপীরা যখন নন্দ মহারাজের গৃহে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের কুণ্ডল, পয়োধর এবং মালা আন্দোলিত হওয়ায় তাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহগামী গোপীদের এই বর্ণনাটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। গোপীরা সাধারণ রমণী নন—তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫/৩৭)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫/২৯)

শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই যান, তিনি সর্বদাই গোপীদের দ্বারা পূজিত হন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* এত উজ্জ্বলভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলেছেন—*রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।* এই সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিতে যাচ্ছিলেন, কারণ গোপীরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। এখন গোপীরা আরও আনন্দিত হয়েছেন, কারণ তাঁরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সংবাদ পেয়েছেন।

শ্লোক ১২

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে ।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোঽজনমুজ্জগুঃ ॥ ১২ ॥

তাঃ—সেই রমণীগণ, গোপেদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **প্রযুঞ্জানাঃ**—প্রদান করে; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **পাহি**—ব্রজের রাজা হয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদের পালন কর; **ইতি**—এইভাবে; **বালকে**—নবজাত শিশুটিকে; **হরিদ্রা-চূর্ণ**—হরিদ্রাচূর্ণ; **তৈল-আদিভিঃ**—তৈল মিশ্রিত; **সিঞ্চন্ত্যঃ**—সিঞ্চন করে; **অজনম্**—জন্মরহিত ভগবানকে; **উজ্জগুঃ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপস্ত্রী এবং গোপকন্যাগণ নবজাত শিশু কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি ব্রজের রাজা হয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদের পালন কর।" তাঁরা হরিদ্রাচূর্ণ এবং তৈল মিশ্রিত জলের দ্বারা ভগবানকে অভিষিক্ত করে স্তুতিগান করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে ।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে ॥ ১৩ ॥

অবাদ্যন্ত—বসুদেবের পুত্রের জন্মোৎসবে বাজিয়েছিলেন; **বিচিত্রাণি**—বিবিধ প্রকার; **বাদিত্রাণি**—বাদ্যযন্ত্র; **মহা-উৎসবে**—মহোৎসবে; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন; **বিশ্ব-ঈশ্বরে**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **অনন্তে**—অন্তহীন; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **ব্রজম্**—গোচারণ ক্ষেত্রে; **আগতে**—সমাগত।

অনুবাদ

এইভাবে বিশ্বেশ্বর অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে সমাগত হলে, মহোৎসবে বিচিত্র বাদ্যসমূহ বাদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহেই আসেন। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের ঈশ্বর (*সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। তাই কেবল নন্দ মহারাজের ভূখণ্ডে বা সন্নিহিত অঞ্চলেই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও ভগবানের মঙ্গলময় আবির্ভাব মহোৎসবে বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে।

শ্লোক ১৪

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ ১৪ ॥

গোপাঃ—গোপগণ; **পরস্পরম্**—একে অন্যকে; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **দধি**—দধি; **ক্ষীর**—ক্ষীর; **ঘৃত-অম্বুভিঃ**—ঘৃত মিশ্রিত জল; **আসিঞ্চন্তঃ**—সিঞ্চন করে; **বিলিম্পন্তঃ**—লেপন করে; **নবনীতৈঃ চ**—এবং ননীর দ্বারা; **চিক্ষিপুঃ**—পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

আনন্দে গোপেরা একে অন্যকে দধি, ক্ষীর, ঘৃত এবং জল দ্বারা সিঞ্চন এবং ননীর দ্বারা বিলেপন করতে করতে সেই সমস্ত দ্রব্য ইতস্তত নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পাঁচ হাজার বছর আগে কেবল আহার, পান এবং রন্ধনের জন্যই যথেষ্ট দুধ, ননী এবং দই ছিল তাই নয়, যখন উৎসব হত তখন নির্বিবাদে তাঁরা তা ইতস্তত নিক্ষেপও করতেন। মানব-সমাজে দুধ, দই, মাখন আদি দ্রব্য যে কি পর্যাপ্ত মাত্রায় ব্যবহার হত, তার কোন হিসাব ছিল না। সকলেরই যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ছিল, এবং নানা প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে তা ব্যবহার করে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে সুস্থ থাকতেন এবং কৃষ্ণভাবনাময় জীবন উপভোগ করতেন।

শ্লোক ১৫-১৬

নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্ ।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥ ১৫ ॥
তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥ ১৬ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **মহা-মনাঃ**—গোপেদের মধ্যে যিনি ছিলেন সব চাইতে উদারচিত্ত; **তেভ্যঃ**—গোপদের; **বাসঃ**—বসন; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **গোধনম্**—এবং গাভী; **সূত-মাগধ-বন্দিভ্যঃ**—সূত (প্রাচীন ইতিবৃত্ত কথক), মাগধ (রাজবংশের ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী) এবং বন্দীগণকে (স্তব কীর্তনকারীগণকে); **যে অন্যে**—এবং অন্যেরা; **বিদ্যা-উপজীবিনঃ**—বিদ্যার দ্বারা যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সেই; **কামৈঃ**—বাসনার দ্বারা; **অদীন-আত্মা**—মহাবদান্য নন্দ মহারাজ; **যথা-উচিতম্**—যা উপযুক্ত ছিল; **অপূজয়ৎ**—তাঁদের পূজা করেছিলেন অথবা সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন; **বিষ্ণোঃ আরাধন-অর্থায়**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে; **স্ব-পুত্রস্য**—তাঁর নিজ সন্তানের; **উদয়ায়**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মহামতি নন্দ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সমস্ত গোপ-গোপীদের বস্ত্র, অলঙ্কার ও গাভী প্রদান করেছিলেন, এবং তার ফলে সর্বতোভাবে তাঁর পুত্রের মঙ্গল বিধান করেছিলেন। তিনি সূত, মাগধ, বন্দী এবং বিদ্যোপজীবীদের অভিলষিত দ্রব্য দান করে তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

আজকাল যদিও দরিদ্রনারায়ণ সম্বন্ধে বলা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু *বিষ্ণোরারাধনার্থায়* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, সেই মহোৎসবে নন্দ মহারাজ যে সমস্ত মানুষদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণু। তাঁরা দরিদ্র ছিলেন না, এবং তাঁরা নারায়ণও ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা সকলেই ছিলেন নারায়ণের ভক্ত, এবং তাঁরা তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে নারায়ণের সন্তুষ্টিবিধান করতেন। তাই তাঁদের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা পরোক্ষভাবে বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান হয়। *মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৯/২১)। ভগবান বলেছেন, "আমার ভক্তের পূজা আমার পূজার থেকেও শ্রেয়।" বর্ণাশ্রম প্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনা। *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে* (*বিষ্ণু পুরাণ* ৩/৮/৯)। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। অসভ্য অথবা জড়বাদী মানুষেরা কিন্তু জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানেই মানুষের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে। বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান না করে জড়-জাগতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুখী হওয়ার যে চেষ্টা (*বহিরর্থমানিনঃ*), তা ব্যর্থ প্রয়াস। বিষ্ণুই যেহেতু সব কিছুর মূল, তাই বিষ্ণু যদি প্রসন্ন হন, তা হলে সকলেই প্রসন্ন হন; বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনেরা সর্বতোভাবে সুখী হয়। নন্দ মহারাজ তাঁর নবজাত শিশুটির সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেছিলেন। সেটিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেছিলেন, এবং বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণ, মাগধ, সূত আদি ভক্তদের প্রসন্নতা বিধানের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে পরোক্ষভাবে বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানই ছিল চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১৭

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা ।
ব্যচরদ্ দিব্যবাসস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥ ১৭ ॥

রোহিণী—বলদেবের মাতা রোহিণী; **চ**—ও; **মহাভাগা**—বলদেবের মহা সৌভাগ্যবতী মাতা (কৃষ্ণ এবং বলরামকে একসঙ্গে পালন করার সুযোগ লাভ করায় যিনি মহা সৌভাগ্যবতী ছিলেন); **নন্দগোপা-অভিনন্দিতা**—নন্দ মহারাজ এবং মা

যশোদার দ্বারা সম্মানিতা হয়ে; **ব্যচরৎ**—ইতস্তত বিচরণে ব্যস্ত ছিলেন; **দিব্য**—সুন্দর; **বাস**—বসন; **স্রক্**—মালা; **কণ্ঠ-আভরণ**—কণ্ঠের অলঙ্কার; **ভূষিতা**—বিভূষিতা।

অনুবাদ

বলদেবের মাতা মহা সৌভাগ্যবতী রোহিণীদেবীও নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের দ্বারা সম্মানিতা হয়েছিলেন, এবং দিব্য বস্ত্র, মাল্য, কণ্ঠাভরণ আদি অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে তিনি সমাগতা স্ত্রীলোকদের সম্মান করার জন্য ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীও তাঁর পুত্র বলদেব সহ নন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কংস কর্তৃক তাঁর পতি কারারুদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বভাবতই দুঃখিতা ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী এবং নন্দোৎসব উপলক্ষ্যে নন্দ মহারাজ যখন সকলকে বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন, তখন তিনি রোহিণীকেও অতি মূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন, যাতে তিনি সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই উৎসবে রোহিণীদেবী সমাগতা স্ত্রীলোকদের স্বাগত সম্ভাষণে ব্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামকে একত্রে পালন-পোষণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বলে, তাঁকে *মহাভাগা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ ।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১৮ ॥

ততঃ আরভ্য—সেই সময় থেকে শুরু করে; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **ব্রজঃ**—গোরক্ষা এবং গোপালনের স্থান ব্রজভূমি; **সর্ব-সমৃদ্ধিমান্**—সর্বপ্রকার সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল; **হরেঃ নিবাস**—ভগবানের বাসস্থান; **আত্ম-গুণৈঃ**—চিন্ময় গুণের দ্বারা; **রমা-আক্রীড়ম্**—লক্ষ্মীদেবীর লীলাস্থলী; **অভূৎ**—হয়েছিল; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজের গৃহ ভগবানের এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর শাশ্বত ধাম। তাই তা সর্বদাই সর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তবুও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় থেকে তা লক্ষ্মীদেবীর বিহারস্থল হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*। শ্রীকৃষ্ণের ধাম সর্বদাই শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত। শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই যান, লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকেন। সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর মূল হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। তাই ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সূচনা করছে যে, সেখানে সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর মূলস্বরূপা রাধারাণী অচিরেই আবির্ভূতা হবেন। নন্দ মহারাজের গৃহ পূর্বেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে তা সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥ ১৯ ॥

গোপান্—গোপগণ; **গোকুল-রক্ষায়াম্**—গোকুলমণ্ডল রক্ষা করার জন্য; **নিরূপ্য**—নিযুক্ত করে; **মথুরাম্**—মথুরায়; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **কংসস্য**—কংসের; **বার্ষিক্যম্**—বার্ষিক কর; **করম্**—লাভের অংশ; **দাতুম্**—প্রদান করার জন্য; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুবংশের রক্ষক মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরু-কুলরক্ষক মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর নন্দ মহারাজ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে কংসের বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু তখন শিশুহত্যা হচ্ছিল এবং নন্দ মহারাজ সেই কথা অবগত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর নবজাত শিশুটির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই জন্য তিনি

গোপদের তাঁর গৃহ এবং শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কর প্রদান করার জন্য এবং পুত্রের জন্ম হওয়ায় রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য মথুরায় যেতে চেয়েছিলেন। শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন দেবতা এবং পিতৃদের পূজা করেছিলেন, এবং সকলের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন। তাই নন্দ মহারাজ কংসকে কেবল বার্ষিক করই প্রদান করতে চাননি, তিনি তাকে উপহারও দান করতে চেয়েছিলেন যাতে কংসও প্রসন্ন হয়। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে তাঁর দিব্য শিশু শ্রীকৃষ্ণকে তিনি রক্ষা করবেন।

শ্লোক ২০

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্ ।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥ ২০ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **উপশ্রুত্য**—যখন তিনি শুনেছিলেন; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা এবং বন্ধু; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **আগতম্**—মথুরায় এসেছেন; **জ্ঞাত্বা**—যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন; **দত্ত-করম্**—এবং ইতিমধ্যেই কর প্রদান করা হয়ে গেছে; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **যযৌ**—তিনি গিয়েছিলেন; **তৎ-অবমোচনম্**—নন্দ মহারাজের আলয়ে।

অনুবাদ

বসুদেব যখন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরম বন্ধু ও ভ্রাতা নন্দ মহারাজ মথুরায় এসেছেন এবং কংসকে কর প্রদান করেছেন, তখন তিনি নন্দ মহারাজের বাসস্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব এবং নন্দ মহারাজ এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন যে, তাঁরা ভায়ের মতো বাস করতেন। অধিকন্তু, শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের টীকা থেকে জানা যায় যে, বসুদেব এবং নন্দ মহারাজ ছিলেন সৎভাই। বসুদেবের পিতা শূরসেন এক বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁর গর্ভে নন্দ মহারাজের জন্ম হয়। পরে নন্দ মহারাজও এক বৈশ্যকন্যা যশোদাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই তাঁর পরিবার বৈশ্যপরিবার রূপে প্রসিদ্ধ হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে

বৈশ্যবৃত্তি (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্*) গ্রহণ করেছিলেন। বলরাম কৃষিকার্যের জন্য ভূমিকর্ষণের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাই তিনি হলধর। কৃষ্ণ গোচারণ করেন এবং তিনি তাঁর হাতে বাঁশি ধারণ করেন। এইভাবে এই দুই ভ্রাতা কৃষিরক্ষা এবং গোরক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্লোক ২১

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্ ।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে (বসুদেবকে); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সহসা**—হঠাৎ, **উত্থায়**—উঠে; **দেহঃ**—সেই শরীর; **প্রাণম্**—প্রাণ; **ইব**—যেন; **আগতম্**—ফিরে এসেছে; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন; **প্রিয়-তমম্**—তাঁর প্রিয়তম বন্ধু এবং ভ্রাতা; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহুর দ্বারা; **সস্বজে**—আলিঙ্গন করেছিলেন; **প্রেম-বিহ্বলঃ**—প্রেম এবং স্নেহে অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ যখন শুনলেন যে, বসুদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তখন তিনি প্রেম এবং স্নেহে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন, যেন তাঁর দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে। তখন তিনি তাঁর দুই বাহুর দ্বারা বসুদেবকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ বসুদেবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং বসুদেব তাঁকে নমস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ২২

পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ২২ ॥

পূজিতঃ—বসুদেব এইভাবে আদৃত হয়ে; **সুখম্ আসীনঃ**—সুখে উপবেশন করার জন্য আসন প্রদান করা হয়েছিল; **পৃষ্ট্বা**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **অনাময়ম্**—মঙ্গলজনক প্রশ্ন; **আদৃতঃ**—সম্মানিত এবং সমাদৃত হয়ে; **প্রসক্ত-ধীঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার

ফলে; **স্ব-আত্মজয়োঃ**—তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি; **ইদম্**—নিম্নোক্ত; **আহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিশাম্পতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ কর্তৃক এইভাবে আদৃত ও সম্মানিত হয়ে বসুদেব সুখে উপবেশন করেছিলেন, এবং তাঁর দুই পুত্রের প্রতি গভীর প্রেমের ফলে তিনি তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে ।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যবশত; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতঃ; **প্রবয়সঃ**—পরিণত বয়স্ক তোমার; **ইদানীম্**—সম্প্রতি; **অপ্রজস্য**—সন্তানহীন; **তে**—তোমার; **প্রজা-আশায়াঃ নিবৃত্তস্য**—এই বয়সে যাঁর পুত্র লাভের কোন আশাই প্রায় ছিল না; **প্রজা**—একটি পুত্র; **যৎ**—যা কিছু; **সমপদ্যত**—সৌভাগ্যক্রমে লাভ হয়েছে।

অনুবাদ

হে ভ্রাতা নন্দ মহারাজ! এই বৃদ্ধাবস্থায় তোমার পুত্র লাভের কোন আশাই ছিল না। তাই সম্প্রতি তোমার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তা মহাভাগ্যের বিষয়।

তাৎপর্য

সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান লাভ হয় না। বৃদ্ধ বয়সে যদি ভাগ্যক্রমে সন্তান লাভ হয়, তা হলে সাধারণত কন্যাসন্তান লাভ হয়। তাই বসুদেব পরোক্ষভাবে নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পুত্রসন্তান লাভ করেছেন না কন্যা। বসুদেব জানতেন যে, যশোদার একটি কন্যা হয়েছিল, যাকে তিনি অপহরণ করে তার স্থানে তাঁর পুত্রটিকে রেখে এসেছিলেন। এটি ছিল একটি মহান রহস্য, এবং বসুদেব জানতে চেয়েছিলেন, নন্দ মহারাজ সেই রহস্য অবগত হয়েছেন কি না। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, কৃষ্ণের জন্ম রহস্য এবং যশোদার তত্ত্বাবধানে তাঁকে স্থাপন অজ্ঞাত রয়েছে। তাই কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ কংসের অন্তত সেই সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

শ্লোক ২৪

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের ফলে; **সংসার-চক্রে অস্মিন্**—এই সংসার-চক্রে; **বর্তমানঃ**—যদিও আমি রয়েছি; **পুনঃ-ভবঃ**—তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঠিক আর একটি জন্মের মতো; **উপলব্ধঃ**—আমি লাভ করেছি; **ভবান্**—তুমি; **অদ্য**—আজ; **দুর্লভম্**—যদিও তা হওয়ার ছিল না; **প্রিয়-দর্শনম্**—আমার অতি প্রিয় বন্ধু এবং ভ্রাতা তোমাকে দর্শন।

অনুবাদ

ভাগ্যক্রমে আমি আজ তোমাকে দর্শন করলাম। এই সৌভাগ্য লাভ করে আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি। এই সংসারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষাৎ এবং প্রিয় আত্মীয়ের দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

বসুদেব কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, এবং সেই জন্য মথুরাতে থাকলেও বহু বছর তিনি নন্দ মহারাজকে দর্শন করতে পারেননি। তাই যখন পুনরায় তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন বসুদেবের মনে হয়েছিল যেন তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেছেন।

শ্লোক ২৫

নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্ ।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥ ২৫ ॥

ন—না; **একত্র**—একস্থানে; **প্রিয়-সংবাসঃ**—প্রিয়জনদের সঙ্গে অবস্থান; **সুহৃদাম্**—বন্ধুদের; **চিত্র-কর্মণাম্**—পূর্বকৃত কর্মের বিবিধ ফল ভোগকারী আমাদের সকলের; **ওঘেন**—বলের দ্বারা; **ব্যূহ্যমানানাম্**—প্রবাহিত হয়ে যায়; **প্লবানাম্**—তৃণ, কাষ্ঠ আদি ভাসমান বস্তু; **স্রোতসঃ**—স্রোতের; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

নদীর তরঙ্গে ভাসমান তৃণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি যেমন নদীর স্রোতবেগের দ্বারা বাহিত হয়ে একত্রে থাকতে পারে না, তেমনই আমরাও আমাদের বিচিত্র অদৃষ্ট এবং

কালের তরঙ্গে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে পারি না।

তাৎপর্য

বসুদেব নন্দ মহারাজের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারছিলেন না বলে শোক করছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা কি করে সম্ভব ছিল? বসুদেব আমাদের সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবে কালের তরঙ্গে আমরা ভেসে যাব।

শ্লোক ২৬

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্যম্বুতৃণবীরুধম্ ।
বৃহদ্বনম্ তদধুনা যত্রাস্‌সে ত্বং সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ২৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **পশব্যম্**—গাভীদের সুরক্ষা; **নিরুজম্**—বিনা কষ্টে বা রোগে; **ভূরি**—যথেষ্ট; **অম্বু**—জল; **তৃণ**—ঘাস; **বীরুধম্**—লতাগুল্ম; **বৃহৎ বনম্**—মহাবন; **তৎ**—সেখানকার এই সমস্ত আয়োজন; **অধুনা**—এখন; **যত্র**—যেখানে; **আস্‌সে**—বাস করছ; **ত্বম্**—তুমি; **সুহৃৎ-বৃতঃ**—বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত।

অনুবাদ

হে সখা নন্দ মহারাজ, তুমি যেখানে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাস করছ, সেই বন গাভী আদি পশুদের পক্ষে অনুকূল তো? আমি আশা করি সেখানে কোন রোগ নেই এবং তাদের কোন অসুবিধা নেই। সেই স্থানে নিশ্চয়ই যথেষ্ট জল, ঘাস, এবং তৃণগুল্ম রয়েছে।

তাৎপর্য

মানুষের সুখের জন্য পশুদের, বিশেষ করে গাভীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য। বসুদেব তাই জিজ্ঞাসা করেছেন, নন্দ মহারাজ যেখানে বাস করতেন, সেখানে পশুদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল কি না। মানুষের সুখের জন্য গোরক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য। অর্থাৎ অরণ্য এবং ঘাসে পূর্ণ গোচারণভূমি ও জলের আবশ্যতা নিতান্তই প্রয়োজন। পশুরা যদি সুখী হয়, তা হলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ সরবরাহ হয়, যা থেকে মানুষ নানা রকম দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন করে সুখে বাস করতে

পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্*। পশুদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হলে মানব-সমাজ সুখী হবে কি করে? মানুষেরা যে কসাইখানার জন্য পশু পালন করছে, সেটি একটি মস্ত বড় পাপ। এই প্রকার আসুরিক উদ্যোগের ফলে মানুষেরা প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের সুযোগ বিনষ্ট করছে। যেহেতু তারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাই তাদের তথাকথিত সভ্যতার উন্নতি পাগলা-গারদে পাগলদের কার্যকলাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্লোক ২৭

ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে ।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥ ২৭ ॥

ভ্রাতঃ—হে ভ্রাতা; **মম**—আমার; **সুতঃ**—পুত্র (রোহিণীর গর্ভজাত বলদেব); **কচ্চিৎ**—কি; **মাত্রা সহ**—তাঁর মা রোহিণী সহ; **ভবৎ-ব্রজে**—তোমার গৃহে; **তাতম্**—পিতার মতো; **ভবন্তম্**—তোমাকে; **মন্বানঃ**—মনে করে; **ভবদ্ভ্যাম্**—তুমি এবং তোমার পত্নী যশোদার দ্বারা; **উপলালিতঃ**—যথাযথভাবে লালিত-পালিত হচ্ছে।

অনুবাদ

আমার পুত্র বলদেব তুমি এবং তোমার পত্নী যশোদা দেবীর দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে তোমাদের পিতা এবং মাতা বলে মনে করছে তো? তোমার গৃহে সে তার মাতা রোহিণী সহ কুশলে অবস্থান করছে তো?

শ্লোক ২৮

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥ ২৮ ॥

পুংসঃ—মানুষের; **ত্রি-বর্গঃ**—জীবনের তিনটি লক্ষ্য (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **বিহিতঃ**—বৈদিক বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট; **সুহৃদঃ**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনুভাবিতঃ**—যথাযথভাবে সম্পাদিত; **ন**—না; **তেষু**—তাঁদের; **ক্লিশ্যমানেষু**—যদি তাঁদের প্রকৃতই কোন অসুবিধা হয়ে থাকে;

ত্রি-বর্গঃ—জীবনের এই তিনটি লক্ষ্য; **অর্থায়**—কোন উদ্দেশ্যে; **কল্পতে**—এইভাবে হয়।

অনুবাদ

আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা যখন যথাযথভাবে অবস্থিত থাকেন, তখন বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সুসম্পাদিত হয়। তা না হলে, সুহৃদদের ক্লেশ উপস্থিত হলে এই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না।

তাৎপর্য

বসুদেব পরিতাপ সহকারে নন্দ মহারাজকে বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের পালন-পোষণ করে তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেননি, এবং তাই সুখী হতে পারেননি।

শ্লোক ২৯

শ্রীনন্দ উবাচ

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ ২৯ ॥

শ্রী-নন্দঃ উবাচ—নন্দ মহারাজ বললেন; **অহো**—হায়; **তে**—তোমার; **দেবকী-পুত্রাঃ**—তোমার পত্নী দেবকীর সমস্ত পুত্রেরা; **কংসেন**—রাজা কংসের দ্বারা; **বহবঃ**—বহু; **হতাঃ**—নিহত হয়েছে; **একা**—এক; **অবশিষ্টা**—অবশিষ্ট সন্তান; **অবরজা**—সর্বকনিষ্ঠা; **কন্যা**—একটি কন্যাও; **সা অপি**—সেও; **দিবম্ গতা**—স্বর্গলোকে চলে গেছে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ বললেন—হায়! রাজা কংস দেবকীর গর্ভজাত তোমার বহু পুত্রকে হত্যা করেছে। কনিষ্ঠা একটি মাত্র কন্যা অবশিষ্টা ছিল, সেও স্বর্গলোকে চলে গেছে।

তাৎপর্য

বসুদেব যখন নন্দ মহারাজের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণের জন্ম এবং যশোদার কন্যার সঙ্গে তাঁর বদলের রহস্য অজ্ঞাত রয়েছে, তখন সব কিছুই

ঠিকমতো হচ্ছে বলে তিনি খুশি হয়েছিলেন। বসুদেবের সর্বকনিষ্ঠা কন্যাসন্তানটি স্বর্গলোকে চলে গেছে বলে নন্দ মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, কন্যাটি যে যশোদার এবং বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বদল করেছিলেন, তা তিনি জানতেন না। এইভাবে বসুদেবের সন্দেহ দূর হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥ ৩০ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অদৃষ্ট**—অদৃষ্ট; **নিষ্ঠঃ অয়ম্**—তার সমাপ্তি হয়; **অদৃষ্ট**—অদৃষ্ট দৈব; **পরমঃ**—চরম; **জনঃ**—এই জড় জগতের প্রতিটি জীব; **অদৃষ্টম্**—সেই দৈব; **আত্মনঃ**—নিজের; **তত্ত্বম্**—পরম সত্য; **যঃ**—যিনি; **বেদ**—জানেন; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **মুহ্যতি**—মোহিত হন।

অনুবাদ

প্রতিটি মানুষই অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা মানুষের কর্মফল নির্ধারিত করে। অর্থাৎ, অদৃষ্টের ফলেই মানুষের পুত্র অথবা কন্যা লাভ হয়, এবং পুত্র অথবা কন্যা যখন থাকে না, তখন তাও অদৃষ্টের ফলেই হয়ে থাকে। অদৃষ্টই সব কিছুর পরম নিয়ন্তা। যে ব্যক্তি তা জানেন, তিনি কখনও মোহিত হন না।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুদেবকে, অদৃষ্টই চরমে সব কিছুর জন্য দায়ী বলে বর্ণনা করে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বসুদেবের যে বহু পুত্র কংস কর্তৃক নিহত হয়েছে এবং তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যাটি স্বর্গলোকে ফিরে গেছেন, সেই জন্য তাঁর দুঃখিত হওয়া উচিত নয় বলে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীবসুদেব উবাচ

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ং চ বঃ ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ॥ ৩১ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব উত্তর দিয়েছিলেন; **করঃ**—কর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বার্ষিকঃ**—বার্ষিক; **দত্তঃ**—তুমি ইতিমধ্যে প্রদান করেছ; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **দৃষ্টাঃ**—দেখা গেছে; **বয়ম্ চ**—আমরা উভয়ে; **বঃ**—তোমার; **ন**—না; **ইহ**—এই স্থানে; **স্থেয়ম্**—অবস্থান করা; **বহু-তিথম্**—বহুদিন; **সন্তি**—হতে পারে; **উৎপাতাঃ চ**—নানা প্রকার উৎপাত; **গোকুলে**—গোকুলে তোমার গৃহে।

অনুবাদ

বসুদেব নন্দ মহারাজকে বললেন—হে ভ্রাতঃ, তুমি কংসকে বার্ষিক কর প্রদান করেছ এবং আমার সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, আর অধিক দিন তুমি এখানে থেকো না। গোকুলে ফিরে যাওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, কারণ আমি জানি যে, সেখানে কোন উপদ্রব হতে পারে।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ ।
অনোভিরনড়ুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **প্রোক্তাঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **তে**—তাঁরা; **শৌরিণা**—বসুদেবের দ্বারা; **যযুঃ**—সেই স্থান থেকে গমন করেছিলেন; **অনোভিঃ**—শকটে করে; **অনড়ুৎ-যুক্তৈঃ**—বৃষ যোজিত; **তম্ অনুজ্ঞাপ্য**—বসুদেবের অনুমতি নিয়ে; **গোকুলম্**—গোকুলে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বসুদেব নন্দ মহারাজকে এইভাবে উপদেশ দিলে, সঙ্গী গোপগণ সহ নন্দ মহারাজ বসুদেবের অনুমতি নিয়ে শকটে বৃষ যোজন করে গোকুলে গমন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।